দৈনিক খবর

তারিখ ...0.7 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

বিজ্ঞান শিক্ষায় অনীহা

এক সহযোগী পত্রিকায় বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ না হয়ে পারা যায় না। উক্ত রিপোর্টে বিজ্ঞান পড়ার লক্ষ্য সম্পর্কে স্কুল–কলেজের কিছুসংখ্যক ছাত্র–ছাত্রীর যে মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে তা খুবই নৈরাশ্যজনক। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায়, স্কুল–কলেজের বেশীরভাগ বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান পড়ার প্রধান লক্ষ্য হলো ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। এবং এই লক্ষ্য ঠিক করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের প্রভাব ও চাপ একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। রিপোর্ট সূত্রে আরও জানা যায়, বিজ্ঞানে এসএসসি পাস করার পর অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রী আর বিজ্ঞান পড়ে না। কলা ও বাণিজ্যে চলে যায় তাদের বেশীর ভাগ। কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে পাস করা ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো ৪০ হাজার ২৩০। প্রকাশ, তাদের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়েছে মাত্র ১২ হাজার ৪৭৯ জন। অর্থাৎ প্রায় ২৮ হাজার ছাত্র–ছাত্রী, যারা বিজ্ঞান নিয়ে এসএসসি পাস করে এসেছে, তারা বিজ্ঞান পড়া ছেড়ে দিয়েছে। আলোচ্য রিপোর্টে কুমিল্লা বোর্ডের পাশাপাশি দেশের অন্য তিনটি শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র–ছাত্রীদের সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করা না হলেও বাস্তব অবস্থা যে তার ব্যতিক্রম হবে না তা বলাইবাহুল্য। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, এসএসসিতে অনেকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়লেও অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীই এইচএসসিতে এসে আর বিজ্ঞান পড়ে না।

আলোচ্য রিপোর্টের ভাষ্য থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নানা কারণে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এসএসসি পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ, এইচএসসিতে এসে সে আগ্রহ আর থাকছে না। যারা বিজ্ঞান পড়ে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখতো সেই স্বপ্ন তারা নিজেরাই ত্যাগ করছে এবং অনেকটা বাধ্য হয়েই তারা সেই বাসনা ত্যাগ করছে। বিজ্ঞানের বদলে তারা কলা এবং বাণিজ্য নিয়ে পড়ছে। অথচ বিজ্ঞান নিয়ে এসএসসি পড়ার সময় এইসব ছাত্র–ছাত্রীর পেছনে শুধু সরকারের বিপুল অর্থই যে ব্যয়িত হয়েছে তাই নয়, অভিভাবকদেরও বহু অর্থ তাদের পেছনে ঢালতে হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সরকার অথবা অভিভাবকদের এই অর্থ ব্যয় সেভাবে কাজে আসছে না। স্কুলে যারা বিজ্ঞান পড়ে এসেছে তারা যদি কলেজে এসেও বিজ্ঞান পড়তো তাহলে তাদের পেছনে অধিক অর্থ ব্যয়ের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সে রকমনয়।

প্রশ্ন জাগে, এইচএসসিতে উঠে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীর এই অনীহা জাগার কারণ কি। আলোচ্য রিপোর্টে সেই প্রশ্নেরও জবাব দেয়া আছে। তথ্যানুসন্ধানে নাকি জানা গেছে, বিজ্ঞান পড়ার অধিক ব্যয়, কম পরিশ্রমে পাস করার হাতছানি, বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সীমিত সুযোগ, সর্বোপরি পাস করার পরেও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এইচএসসিতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ব্যাপারে ছাত্র–ছাত্রীদের এই অনীহা। কারণগুলো যে যথার্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, অন্যান্য শাখার চেয়ে বিজ্ঞান শাখায় লেখাপড়া অধিক ব্যয়বহুল। বিজ্ঞান নিয়ে যারা পড়াশোনা করে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বেশী। এই প্রতিযোগিতা যেমন কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে, তেমনি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রেও তীব্র প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার কারণে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেরকম অর্থ ব্যয় করার মত আর্থিক সামর্থ্য অনেক অভিভাবকেরই নেই। কেননা, শিক্ষার্থীদের বিপুল অংশই আসে অসচ্ছল পরিবার থেকে। অন্যদিকে মেধাবী হলেও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার নিশ্চয়তা কম। কারণ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে হারে বেড়েছে, ছাত্র বৃত্তির সংখ্যা এবং অর্থের পরিমাণ কোনটাই সেই তুলনায় বাড়েনি। তাছাড়া পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েও ভালো কলেজে অথবা মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ মিলবে তেমন গ্যারান্টিও এখন নেই। এ বছর ১৩টি মেডিকেল কলেজে এক হাজার ৩২৫টি আসনের জন্য প্রায় ১২ হাজার ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এই তথ্য থেকেই বোঝা যায়, বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কত সংকুচিত হয়ে এসেছে। এর ওপর রয়েছে শিক্ষাজীবন শেষে কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা। অর্থাৎ ডাক্তারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসার পরেও যে চাকরি জুটবে তেমন নিশ্চয়তাও এখন আর দেখা যাচ্ছে না। এসব বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছাত্র–ছাত্রীদের অনীহা বাড়ছে।

এটা আমাদের লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার এক অনিবার্য পরিণতি বলেই মনে হয়। বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির যুগ। যে দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যত বেশী এগিয়ে যাবে, সেই দেশ ততবেশী উন্নত হবে। একটি দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশ হিসেবে বিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নয়নে আমাদের যেখানে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত, সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষা সংকুচিত হয়ে আসার এহেন সংবাদ যে জাতির জন্যে খুবই নৈরাশ্যজনক তা বলাই বাহুল্য।

এক সময় আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় ছাত্র–ছাত্রীদের মাঝে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো। সেই আগ্রহে এখন ভাটা পড়েছে। এটা আমাদের জন্যে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। এককালের বিজ্ঞানপ্রীতি উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে এখন বিজ্ঞান–ভীতিতে পরিণত হয়েছে। ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে এই বিজ্ঞান–ভীতি দূর করতে না পারলে বিজ্ঞান শিক্ষা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে পড়বে বলেই আমাদের আশংকা। এরফলে একদিকে যেমন মেধার অপচয় হবে, তেমনি জাতিও যোগ্য সন্তানদের অবদান থেকে হবে বঞ্চিত। এতে সমগ্র জাতি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই পিছিয়ে পড়বে, যা আমাদের কারও কাম্য হতে পারে না। এর প্রতিবিধানের জন্যে আমাদের বাস্তব ও সুদূরপ্রসারী শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে হবে। যে শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকবে। বিজ্ঞানে এসএসসি পাস করে শিক্ষার্থীদের যাতে কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে না হয় এবং কলেজ থেকে বেরিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে তাদের কাঙ্খিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা মনে করি, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দেশে আরও অধিকসংখ্যক মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানে অনার্স পড়ার জন্যে আরও বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই লক্ষ্যে একটি পৃথক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্যে কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা গ্রহণ করাটাও কম জরুরী নয়।